পাক্ষিক

আহমদী

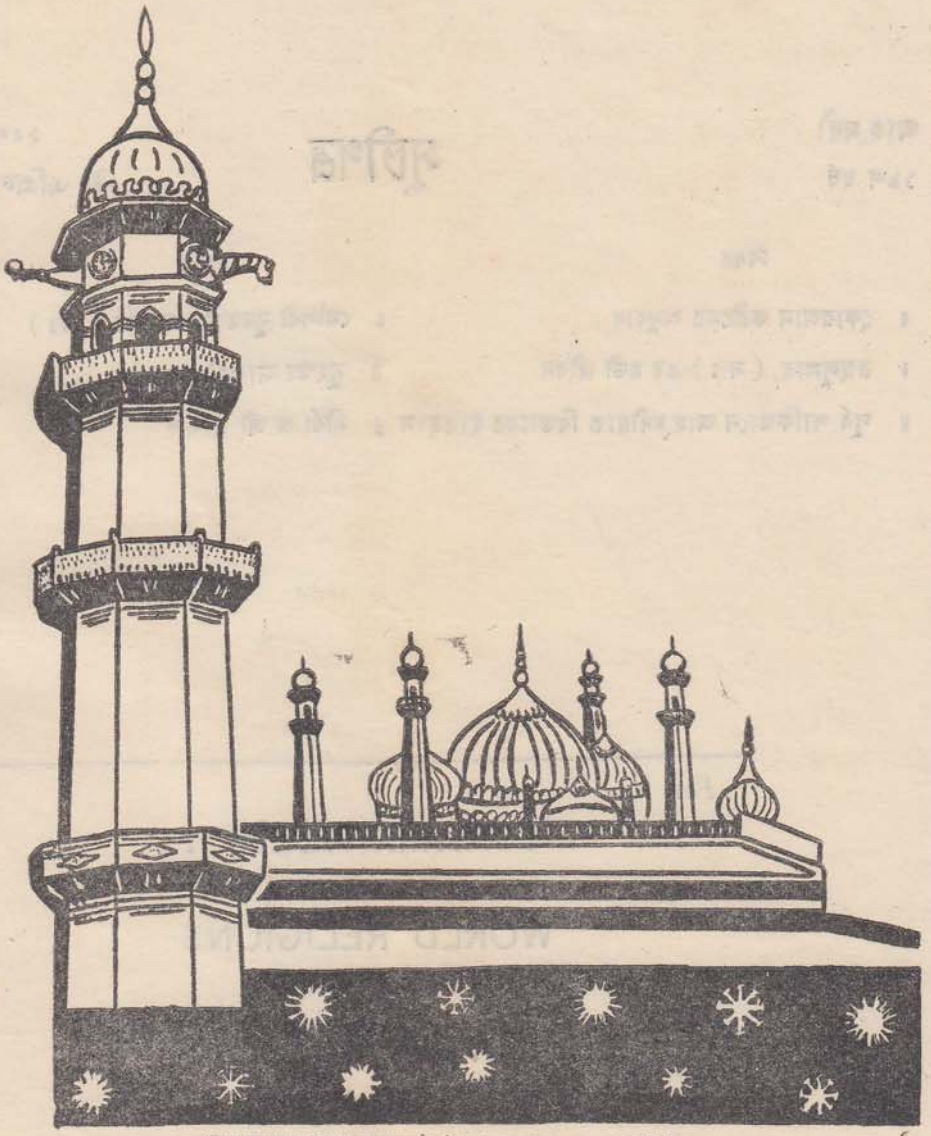

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৩শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৫শ সংখ্যা
১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৪০৯
॥ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মক্কী জীবন	॥ মুহম্মদ আতাউর রহমান	॥ ৪১০
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা অ লী আহ্‌মদ	॥ ৪১২

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published From
Rabwah (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ১৫ই এপ্রিল : ১৯৬৬ সন : ২৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১৪শ রুকু

১১০ ॥ ফেরআউনের জাতির প্রধানগণ বলিল : নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর।

১১১ ॥ (ফেরআউন বলিল) সে চাহিতেছে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে। অতএব এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও ?

১১২ ॥ তাহারা বলিল : তাহাকে এবং তাহার ভাইকে অপেক্ষা করিতে দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠান।

১১৩ ॥ তাহারা যেন প্রত্যেক দক্ষ যাদুকরকে আপনার নিকট নিয়া আসে।

১১৪ ॥ এবং যাদুকরগণ ফেরাউনের নিকট আগমণ করিল। তাহারা বলিল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা একটা বড় রকমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইব।

১১৫ ॥ ফেরআউন বলিল ঃ হাঁ তোমরা নিশ্চয় আমার সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১১৬ ॥ তাহারা বলিল ঃ হে মুসা তুমি (প্রথমে) নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরাই হইব প্রথম নিক্ষেপকারী।

১১৭ ॥ মুসা বলিল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকদের চক্ষু ইন্দ্রজালে সম্মোহিত করিল এবং তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিল এবং প্রচণ্ড যাদু আনয়ন করিল।

১১৮ ॥ এবং আমরা মুসার নিকট ওহি নাযিল করিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন মুসা উহা নিক্ষেপ করিল তৎক্ষণাৎ উহা তাহাদের ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মক্কী জীবন

মুহম্মদ আতাউর রহমান

ইস্‌লামের দুশমনগণ বিশেষঃ পাদ্রীদের মধ্যে প্রায়ই সকলে এরূপ ধারণার বশবর্তী যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মক্কী জিন্দেগী ব্যর্থ হওয়ার দরুণ মক্কা ত্যাগ করিয়া তিনি মদীনা গমন করেন এবং সেখানে শক্তি সঞ্চয় করিয়া মক্কা আক্রমণ ও জয় করেন। কাজেই তাঁহার মদীনার জীবন সফল জীবন এবং তাঁহার মক্কার জীবন এক ব্যর্থতা পূর্ণ অধ্যায়। এই ধারণা হইতে অস্ত্রবলে ইস্‌লাম প্রচারের ধারণার উৎপত্তি। ইস্‌লাম অস্ত্রবলেই দুনিয়ায় প্রসার লাভ করিয়াছে, অস্ত্র ছাড়া ইহার উন্নতি হইতে পারে না—ইহা কত বড় মিথ্যা। গোঁড়া খ্রীষ্টানগণ একপদ আরও আগে বাড়িয়া প্রচার করে যে, আসলে ইসলামের কোন সত্য নাই। সত্য শুধু খৃষ্টান ধর্মেই আছে। উপরোক্ত ধারণা আংশিকভাবে মুসলমানদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিতে চাই, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মক্কী জীবন ব্যর্থতার ইতিহাস নহে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) চির বিজয়ী। অস্ত্র বলে দেহ জয় করা যায়; কিন্তু হৃদয় জয় করা যায় না। রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ছিলেন হৃদয় জয়কারী অপরাজেয় বীর। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার মক্কী জীবন। মক্কার মাটীতে যে লোমহর্ষক অত্যাচার হইত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর অনুগামীগণের উপর, তাহার নজীর ইতিহাসে বিরল। কিন্তু এত জুলুমও ঐ হৃদগুলিকে কেন রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না।

প্রশ্ন হইতে পারে (১) মক্কায় তাঁহার উপর এত অত্যাচার হয় কেন? এবং (২) তিনিই বা কেন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মক্কায় অস্ত্র ধারণ করেন নাই।

এই অত্যাচারের কারণ রসুলুল্লাহ্‌র নিকট অবতীর্ণ সত্যের মধ্যে কোন ত্রুটী কিংবা রসুলুল্লাহ্‌র চারিত্রিক

দুর্বলতা মোটেই নহে। এই অত্যাচারের কারণ ইতিহাস বার বার লিখিয়াছে, কিন্তু মানুষ বার বার ভুলিয়াছে। তাই তাহা বিষদভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। সংক্ষেপে প্রচলিত ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিতে আসেন মহামানবগণ; কিন্তু আধ্যাত্মিকতাশূন্য ধর্মের ধ্বজাধারী সমাজ পতিগণ লেলাইয়া দেয় সমাজকে ঐ মহামানবগণের বিরুদ্ধে। ফলে শুরু হয় মহা-মানবগণের উপর এবং তাঁহাদের অনুগামীগণের উপর অত্যাচার, আবিচার। হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর বেলাও তাহাই হইল। জবিহুল্লাহ বংশীয় মোল্লাগণের কত সম্মান আরব দেশে। কাবা ঘরের চাবী এবং মুতওয়াল্লী পদ ছিল হাশীম বংশের হাতে। আবু জেহেলের নেতৃত্বে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল আন্দোলন শুরু করিল "মুহম্মদ (সাঃ) বাপ দাদার ধর্ম ধ্বংসকারী। মুহম্মদ (সাঃ) ভ্রান্ত (ضال) জেনগ্রস্ত, উন্মাদ, যাদুকর, কবি (ধর্ম কিছু বুঝেন না)। এরূপ শ্লোগান এবং ফতোয়া ছড়াইয়া দিয়া বলা বাহুল্য মানুষকে উত্তেজিত করা হইল এবং রসুলুল্লাহ, (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর চলিল জুলুম।

যদি ইব্রাহীমী শরিয়তের শব-দেহ পাহারাদার নেতাগণ রসুলুল্লাহ, (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং ঘৃণার অভিযান তীব্র না করিত এবং সামাজিক শক্তির অপব্যবহার না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিত তবে রসুলুল্লাহ, (সাঃ)-এর মক্কাত্যাগের পর ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগামীগণ মদীনায় ভিড় করিতেন এবং এরূপে মক্কা হয়ত জনমানবশূন্য হইত। মোট কথা রসুলুল্লাহ, (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর অত্যাচারের পিছনে বেওকুফী এবং মক্কার জনসাধারণের পরিতাপজনক মৌন সমর্থন ছিল। ভবিষ্যতের আরব ইতিহাস এ লজ্জাকর অধ্যায় গোপন করিতে পারে না।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় অস্ত্র ধারণ করিলেন না কেন?

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আসেন রহমতুল্লীল আলামীন (বিশ্বকল্যাণ) রূপে। মানুষে মানুষে ভালবাসা শিখাইতে, প্রেমের সবক দিতে। মক্কায় তাঁহাকে এই সবক শুরু করিতে হইবে। ইহাই ছিল আল্লাহ্র আদেশ। আল্লাহর অন্য আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কেমন করিয়া অস্ত্র প্রয়োগের সবক শুরু করিতে পারিতেন। এরূপ করা তো অবাধ্যতা হইত।

অস্ত্র প্রয়োগে যে মানব দরদী রসুলুল্লাহ্ স্বভাবতঃ উৎসাহী ছিলেন না (কিন্তু দুশমনগণ তাহাকে রক্ত পিপাসুরূপে চিত্রিত করিয়াছে) তাহা আল্লাহ্তাআলা জানিতেন, তবু আল্লাহ্-বিদ্রোহী মানুষ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিল অস্ত্র ধারণ করিতে।

নিম্নে কোরআন শরীফের আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগামীগণের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে মনোভাব আল্লাহ্ ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—

"তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল, যদিও তাহা তোমাদের পছন্দনীয় নহে এবং তোমরা এক বস্তু ঘৃণা কর যদিও তাহা সময় সময় তোমাদের মঙ্গলের এবং সময় সময় তোমরা এক বস্তু ভালবাস যাহা তোমাদের জন্য মন্দ এবং আল্লাহ্ই জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।" (সুরাহ্ বকর)

জড়বাদ এবং বস্তু তান্ত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গী বড় বড় রাজ্য স্থাপন কিংবা রাজ্য দখল, কিংবা সত্য গ্রহণে আহ্বান মাত্র মহররম পর্বের মিছিলের মত লোক সমাগম দেখিলেই উহা জয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু রসুলুল্লাহ্র জয় নিরীক্ষনার্থ অন্য দৃষ্টি ভঙ্গীর দরকার।

মক্কাতে রসুলুল্লাহ্র জয়ের ফিরিস্তি বহু লম্বা তবও আমি যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি ঃ—

(১) খোদেজা (রাঃ)-এর মত পত্নী লাভ। তাঁহার ধন-দৌলতে রসুলুল্লাহ, বহু গরীব দঃখীর অশ্রু মোচন করিয়াছেন এবং দীনের কাজে তাহা জলের মত ব্যয় করিয়াছেন।

ووجدك عائلا فاغنى

আয়াতে এই সাফল্যের ইশারা আছে।

(২) সুস্বপ্নধারা এবং পরিশেষে কোরআন শরীফ নাজিলের সৌভাগ্য লাভ।

(৩) প্রথম তবলীগের ময়দানে অবতরণ।

(৪) কওমের জুলুম এবং সবরে আয়ুবের বিরামহীন বিকাশ।

(৫) ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা এবং উহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী।

(৬) বিশ্ব বিখ্যাত চারি খলিফার ইসলাম গ্রহণ।

(৭) মক্কায় আরও বহু ইসলাম গ্রহনকারী লাভ যেমন ঃ—খোদেজা, 'ওরাকা বেন নওফেল' আবু বকর, আলী, জায়েদ-বিন হারিস, উসমান, জুবায়র, আবদুর রহমান, সাদ, তাল্‌হা, হামজা, ওমর, বিলাল, ইয়াছির, সুমাই-ইয়া, তাহার পুত্র আম্মার (রাজি আল্লাহু আনহুম) প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি।

উপরোক্ত সাহাবীগণের সকলেই ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিদ্যমান।

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ)-এর জীবনী

হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের জবানিতে ইতিপূর্ব্বে হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ)-এর আহ্‌মদীয়া মতবাদে দীক্ষিত হইবার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ঃ—নিম্নে এই মহাপুরুষের জীবনের আরো বিবরণ দেওয়া হইল ঃ—

অনুমানিক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়াত গ্রহণ করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, পরলোক গমন করেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে (ইন্না)। সুতরাং তার অন্তর্ধানের প্রায় ৩৪ বৎসর পর তাঁর জীবনের আলেখ্য রচনা করিতে গিয়া স্মৃতির সাগর হইতে হারানো রত্ন সংগ্রহ করিতে হইতেছে। যাঁহারা এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে জীবন যাপন করিয়া ঐশী নিদর্শন ও খোদাই ফজলের বিকাশ নিজ চক্ষে দেখিয়া ঈমানকে সঞ্জিবিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এখন অমর ধামে। এখনো যাঁহারা জীবিত রহিয়াছেন [বিশেষতঃ তাঁহার বড় সাহেবজাদীর স্বামী জনাব মীর হাবিব আলী সাহেব (বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিকেল অরগেনাইজার, যিনি তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া চট্টগ্রাম কলেজে লেখা-পড়া করেন] তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা সংগ্রহ করি। তাঁহার অন্তঃর্ধানের পরেই যদি তাঁহার জীবন চরিত সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইত তবে হয়ত এমন আরো বহু মূল্যবান ইমান উদ্দীপক ঘটনা জানিতে পারিতাম যেগুলি দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধর উপকৃত হইতে পারিত। সেগুলি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমাকে সরকারী কার্যোপলক্ষে চট্টগ্রামে যাইতে হয়। সেসময় জনাব মীর হাবিব আলী

সাহেবকে এই মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী জানাইতে বলিলে তিনি [আমাকে ১৯৩২ সালের "Review of Religion"-এর কয়েকটি কপি [যাহা সযত্নে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল] দেখাইলেন। উহার মধ্যে ১৯৩২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেবের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীও পাইলাম। পত্রিকাটির প্রথম দিকে তাঁর পূর্ণ একটা ফটোও দেওয়া আছে। মীর সাহেব বলিলেন যে, এই কপিগুলি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ময়মনসিংহের তাতারকান্দী নিবাসী মৌলবী এ, এইচ, মুহম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব তাঁহার বড় ছেলে মীর মোবাশ্‌শের আলীকে উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, "এই মহাপুরুষের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি অন্যের চেয়ে তোমাকেই আমি বেশী মনে করি। এ জন্য তোমাকে আমি এটা উপহার দিলাম।" উপরে বর্ণিত তাঁহার জন্ম মৃত্যুর ও বয়াত গ্রহণের তারিখ উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনেই দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতে তাঁর জীবনের আরো বহু ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

বাল্যকালেই তিনি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার মামা তাঁহার দারিদ্র সত্ত্বেও তাঁহার ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মীয় বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও কঠোর সাধনার জন্য তিনি শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠেন। অবশেষে ঢাকা হইতে তিনি ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন। ইহার পর তিনি ইসলামিয়া হাই ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ধর্ম্মীয় বিদ্যায় আরো উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় গিয়া তিনি আরো চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের স্বকৃতি স্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলিকাতায় তিনি Royal Asiatic Sosiety-এর সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেন এবং উহাতে ইসলামী চিন্তাধারা মূলক অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ দান করেন। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতায় প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ইংরাজীতে আরো উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজে আরবী ও ফার্সীর প্রফেসার নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহার মধুর স্বভাব ও গভীরজ্ঞানের জন্য তিনি সকল সহশিক্ষক ও ছাত্রদের মন জয় করেন। অন্যান্য যাঁহারাই তার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই তাঁর অমিততেজ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবলের জন্য তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। তিনি কলেজ ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতায় লোক মোহিত হইয়া যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক পর্যন্ত এংলো এরাবিক টেক্সট বুকের অভাবে হাই স্কুল সমূহে সাধারণতঃ আরবী শিক্ষা দেওয়া হইত না। বহুদিনের এই অভাব পূরণের জন্য তিনি Anglo Arabic Primer & Elementary Anglo Arabic Grammer নামীয় দুইটী মূল্যবান বই লিখেন। এই দুই বহি আসাম ও বাংলার হাই স্কুল সমূহে আরবী শিক্ষার এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

যে সময়ে বাংলার মুসলিমদের জন্য তিনি আরবী ও ফার্সি সাহিত্যের উন্নতির জন্য গবেষণা করিতেছিলেন সেই সময় তিনি মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের মাধ্যমে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের খবর পান ও তাঁর কিতাবাদি পড়িতে থাকেন। তাঁহার কিতাবে আল্লাহ্‌র পাক কালাম কোরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞানের এক মহাসমুদ্র উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়া তিনি

এক নতুন জগতের সন্ধান পান এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রবিত্র সেলসেলায় যোগদান করেন। ইহার পরে সমস্ত চট্টগ্রাম টাউনে মোখালেফাতের যে মহাঝড় উঠে উহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে। তিনি হিমাচলের মত সকল বিপদ-আপদ ও ভূমিকম্পে অচল অটল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকেন। এর ভিতর দিয়াই পবিত্র কাদিয়ান হইতে তিনি যে আলো লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে সর্ব শক্তি নিয়োযিত করেন।

চট্টগ্রামে যে আজ খোদার ফজলে এক বিরাট ও মুখলেসিন জমাত গড়িয়া উঠিয়াছে উহা তাঁহারই কোরবাণী ও প্রচেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রথম প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর হযরত মৌলানা আবদুল ওয়াহেদের অধীনে তিনি বাংলার প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার চীফ সেক্রেটারী নিয়োযিত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম আমীরের ওফাতের পর হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) তাঁহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত আমীরের কাজ করিয়া যান।

তাঁর ওফাতের খবর হযরত আমিরুল মোমেনিন খলীফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ) এক বড়া বজুর্গ থা।" তাঁহার বড় সাহেবজাদীর স্বামী মৌলবী মীর হাবিব আলী সাহেবের নিকট হইতে উক্ত বুজুর্গ সম্বন্ধে আরো তত্ত্ব সংগ্রহ করি। সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশুনা করিতেন। উহা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। নিম্নে তাঁহার বর্ণিত কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইল। ইহার কতকগুলি আমি অন্যান্য লোকের নিকটও শুনিয়াছি। তিনি গায়ের আহ্‌মদী থাকাকালে শুধু বড় একজন আলেম হিসাবে নহে, তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারীর জন্যও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত অঞ্চলের লোকেরা এখনে শ্রদ্ধার সহিত তাহা স্মরণ করে। একবার তাঁহার হাবিব নামীয় এক পাচক মাছের সঙ্গে কাঁচা আম দিয়া তরকারী পাক করে। জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে নিকটবর্ত্তী অন্যের এক গাছ হইতে বিনা অনুমতিতে আম পাড়িয়া আনিয়াছিল। মালিকের বিনা অনুমতিতে ঐ আম আনায় তিনি ঐ তরকারী আর খাইলেন না এবং পাচককে বলিলেন, "এরূপ কাজ করা অন্যায়। খবরদার এরূপ কাজ আর করিও না।"

তাঁহার জীবিতকালে হযরত মৌলবী নেয়ামত-উল্লাহ্ (রাঃ) কাবুলে শুধু ধর্ম বিশ্বাসের জন্য শহীদ হন। মৌলবী নেয়ামত উল্লাহ্ সাহেব (রাঃ) কাবুলের বাসিন্দা ছিলেন ও কাদিয়ান হইতে মৌলবী ফাজেল পাশ করিয়া হযরত সাহেবের আদেশে আফগানিস্থানে মোবাল্লেগ হিসাবে প্রেরিত হন।

তাঁহার শাহাদাত বরণের পরে হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) ঐ এলাকায় তবলিগের কাজ জারি রাখার জন্য আরো মোবাল্লেগ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এইজন্য যাঁহারা সেখানে মোবাল্লেগ হিসাবে যাইতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে নাম দিতে আহ্বান করিলেন এবং এই সঙ্গে এই কথাও পরিস্কার জানাইয়া দিলেন যে, সেখানে তবলিগের কাজে গমন করিলে তাঁহাদেরও শাহাদত বরণ করার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাঁহারা আল্লার রাস্তায় জান দিতে প্রস্তুত তাহারাই শুধু ঐ কাজের জন্য নাম পেশ করুক। হযরত আক্‌দাসের এ আহ্বানে এগার কি বার জন লোক নাম পেশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরহুম হযরত প্রফেসার আবদুল লতিফ (রহঃ) সাহেবও একজন ছিলেন।

তিনি একবার কাদিয়ানে গিয়া একমাস অবস্থান করেন। ঐ মাসে হযরত আমিরুল মোমেনিন (রাজিঃ) কারআন শরীফের বিশেষ দরস দান করেন। ঐ দরসে কাদিয়ানের বড় বড় আলেমগণও যোগদান করেন। দরসের পূর্বে হযরত আক্‌দাস এলান করিয়াছিলেন যে, দরসের পরে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হইবে এবং হযরত সাহেব নিজে পরীক্ষক হইবেন। ঐ পরীক্ষায় মরহুম হযরত মৌলবী শের আলী সাহেব, মরহুম চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সায়্যাল এম এ, লণ্ডন মসজিদের ভূত-পূর্বই মাম মরহুম মৌলবী আবদুর রহিম দরদ, প্রফেসার হযরত মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব এবং কাদিয়ানের আরো অন্যান্য আলেম ও বুজুর্গগণ যোগদান করেন। উক্ত পরীক্ষায় হযরত মৌলবী শের আলী সাহেব প্রথম স্থান অধিকার করেন ও হযরত মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ) দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রকাশ থাকে যে, মৌলবী শের আলী সাহেবই (রহঃ) হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্‌ সানি (রাজিঃ) লিখিত তফসিরে কবির অবলম্বনে ইংরাজীতে পবিত্র কোরআন শরীফের তফসির প্রনয়ন করেন, যাহা ইংরাজী শিক্ষিত লোকদের জন্য কোরআন পাকের গভীর অন্তঃনিহিত সৌন্দর্য্য ও তত্ব জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র তুলিয়া ধরিয়াছে।

তাঁহার হৃদয় ঐশী করুণায় ভরপুর ছিল। দুস্থ মানুষের দুঃখ বেদনা দেখিলে তিনি অভিভূত হইয়া যাইতেন। একবার এক চোর রাত্রের অন্ধকারে তাঁহার এক কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল চুরি করিতে উঠে। নিকটেই এক ঘরে দুইজন আহ্‌মদী বাস করিতেন। তাঁহারা কাঁঠাল পাড়ার শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া গিয়া চোরকে ঘিরিয়া ধরেন ও হযরত মৌলবী আবদুল লতীফ (রহঃ) সাহেবকে 'চোর ধরিয়াছি" বলিয়া তাঁহার ঘর হইতে ডাকিয়া নিয়া আসেন চোর তখনও গাছের উপরে।

মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া চোর হাতজোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর, আমরা গরীব লোক ; কাঁঠাল কিনিয়া খাইতে পারি না। ছেলেপিলেকে খাওয়াইবার জন্য চুরি করিতে আসিয়াছি।" তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা তাহাকে কিছু বলিও না। কিছু বলিলে সে গাছ হইতে পড়িয়া ব্যথা পাইতে পারে।"

চোর নীচে নামিয়া আসিলে তিনি তাহাকে সবগুলি কাঁঠাল দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, "চুরি করা অন্যায়। তুমি কাঁঠাল চাহিলেইত পাইতে। চুরি করিলে কেন ; ভবিষ্যতে আর চুরি করিও না।" উক্ত দুইজন আহ্‌মদীর মধ্যে একজন ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিকেল অরগেনাইজার মৌলবী জিল্লত আলী ভুইয়া ছিলেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

আর একবার তাঁহার বাড়ীর সম্মুখস্থ কাতালগঞ্জ রোড দিয়া এক ব্যক্তি কচুর বড় এক বোঝা নিয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে যাইতেছিল। তিনি দেখিলেন, বোঝাটি তাহার শক্তির বাহিরে ও বোঝার চাপে সে খুব কষ্ট পাইতেছে। যদিও তাঁহার কচু কিনার কোন দরকার ছিল না তবু তিনি তাহাকে ডাকিয়া বোঝা নামাইলেন ও তাহার নিকট হইতে অনেকগুলি কচু খরিদ করিয়া নিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বোঝা অনেক পাত্‌লা হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে বোঝা উঠাইয়া বিদায় দিলেন ও সে খুব খুসী হইয়া তাঁহাকে দোয়া করিতে করিতে চলিয়া গেল। নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হুজুর আপনার ত এত কচুর কোন দরকার নাই। তবে এতগুলি কচু কি জন্য খরিদ করিলেন ?" তিনি বলিলেন "দেখ, ঐ ব্যক্তি পেটের দায়ে তাঁহার শক্তির অতিরিক্ত ঐ বোঝা নিয়া যাইতেছিল যাহাতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। সেইজন্য এই কচুগুলি কিনিয়া তাহার বোঝা লাঘব করিয়া দিলাম, এখন সে কত আরামে ও খুসীর সঙ্গে যাইতেছে।"

তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ততা, তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারীর
রি একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হইল।—তখন তিনি
ঙ্গদেশের প্রাদেশিক আমির। রংপুরের গাইবান্ধার
রজ্জ মৌলবী আবদুস সোবহান সাহেব তখন
র্বতিপুরের রেলওয়ের পুলিশ অফিসার ছিলেন।
য়রত প্রফেসার সাহেব জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত
লাকুবায় জলসায় যোগদান করার জন্য যাইতে-
লেন। খবর পাইয়া মৌলবী আবদুস সোবহান
াহেব পার্বতীপুরের রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে
খা করিতে আসিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া
হাকে খুব চিন্তান্বিত ও অস্থির বোধ হইতেছিল।
ৌলবী আবদুস সোবহান সাহেব তাঁহাকে তাঁহার
স্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন
, পূর্ববর্ত্তী ষ্টেশনে এক ভেণ্ডারের নিকট হইতে
নি লেমনেড খাইয়াছিলেন, কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া
ওয়ায় তিনি দাম দিতে পারেন নাই।
জন্য তিনি অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করিতেছেন।
ৌলবী আবদুস সোবহান সাহেব হাসিয়া
লিলেন, "আমি পুলিশ অফিসার, আমি একটী
লিশ পাঠাইয়া তাহার দাম পাঠাইয়া দিব।
পনি বিশ্রাম করুন।" তিনি বলিলেন, ভেণ্ডার ত
জন নহে, অনেক, আমি কোন ভেণ্ডারের নিকট
মনেড খাইয়াছি সে কেমন করিয়া চিনিবে?"
রপরে পরবর্ত্তী গাড়ীতে নিজে গিয়া ঐ ভেণ্ডারকে
দিয়া তিনি শান্তি লাভ করিলেন।

তাক্‌ওয়া পরহেজগারী ও মহৎ অন্তকরণের ঐরূপ
না ঐ মহাপুরুষের জীবনে আরো বহু রহিয়াছে।
তাঁহার মাজেজা কেরামতেরও বহু ঘটনা আছে;
হাদ্বারা প্রমাণ হয় আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে তাহার
নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সরকারী
র্য্যাপলক্ষে আমাকে দশমাস চট্টগ্রামে থাকিতে
। তখন আহ্‌মদী অ-আহ্‌মদী নির্বিশেষে সকলের
ঐ সমস্ত মাজেজাতের ঘটনা বর্ণিত হইতে
শুনিয়াছি। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান লোকেরা তাঁহাকে জিন্দাপীর বলিয়া এখনো শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ও তাঁহার মাজার জিয়ারত করে।

হাইড্রোসিল রোগে তিনি গুরুতর ভাবে ভুগিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর অপারেশনের দরকার হইয়া পড়িল। তিনি স্থানীয় সিভিল সার্জন ও আরো কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তারকে দেখাইলেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে, অপারেশন ব্যতিরেকে ঐ রোগ ভাল হইতে পারে না। কিন্তু অপারেশন করা বিপদজনক যেহেতু তাঁহার বহুমূত্র রোগও ছিল। শতকরা ৯৯ জন লোকের এই অবস্থায় অপারেশনে মৃত্যু ঘটে। সেজন্য তাঁহারা অপারেশনের জন্য পরামর্শ দিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "যদি আপনাদের মেডিকেল শাস্ত্রে অপারেশন মৃত্যুর কারণ হয়, আমি আমার রহমান রহিম আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিব।" সেই অনুযায়ী তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন। রাত্রে রুইয়াতে তিনি একটী ছাগল সদকা দিবার জন্য নির্দেশিত হইলেন। বর্ত্তমানে আমেরিকার প্রধান মোবাল্লেম জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাঙালী সেই সময় তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য চট্টগ্রামে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে পরদিন একটী ছাগল খরিদ করিবার জন্য বলিলেন। তাঁহার আদেশে ছাগল খরিদ করিয়া তাঁহার সামনে হাজির করা হইলে তিনি খুশী হইয়া বলিলেন যে, 'আমি এই ছাগলই রুইয়াতে সদকা দিবার জন্য দেখিয়াছি।" তাঁহার শরীর দুর্ব্বল বিধায় জনাব আবদুর রহমান খাঁ সাহেব তাহার তরফ হইতে ছাগল জবেহ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না এই বলিয়া যে, নিজের সদকার ছাগল নিজে জবেহ করা ভাল। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের একটু কষ্ট করা ভাল। তাঁহাকে ধরা ধরি করিয়া একটি খাটের উপরে বসান হইল এবং তাঁহার সামনে একটী চৌকির উপরে ছাগল

ধরা হইল। এই অবস্থায় তিনি ছাগলটী নিজ হাতে জবেহ করিয়া ছদকা দিলেন।

পরদিন রাত্রে তিনি খুব দোয়া করিয়া ঘুমাইলেন। রুইয়াতে দেখিলেন যে, দুই ফেরেশতা আসিয়া তাঁহার অপারেশন করিতেছে। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি খুব আরাম ও সুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন তাঁহার হাই-ড্রোসিল উধাও হইয়া গিয়াছে। সুবহান আল্লাহ্। জিল্লি জাল্লাশান আল্লাহতায়ালার এই বিরাট নিদর্শন দেখাইবার জন্য তিনি আবার ফিস দিয়া উল্লিখিত সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তারদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন, যেন তাহারা ইসলাম ও আহ্মদীয়াতের সত্যতা এবং আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব নিজ চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ নিদর্শন দেখিয়া হয়ত ইসলাম কবুল করিতে পারেন।

তাঁহারা সকলই অমুসলমান ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার হাইড্রোসিল ব্যারাম আর নাই, তখন তাঁহারা বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "আপনি মহাঋষি। সাধু লোকের চিকিৎসা ভগবানই করেন।" এখানে এই কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জনাব আবদুর রহমান খাঁ সাহেব এই ঘটনার কিছুদিন পর তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিলেন, "হুজুর আমি ভবিষ্যতে কি করিব" তখন হযরত মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব বলিলেন, "আপনি মোবাল্লেগ হইয়া দীন ইস্লামের খেদমত করুন।" তখন উত্তরে খাঁ সাহেব বলিলেন যে, তিনি ইংরাজী শিক্ষিত লোক, আরবী জানেন না, কি করিয়া তবলিগ করিবেন। তিনি বলিলেন, "মোবাল্লেগ হইতে হইলে আরবী জানিবার বেশী দরকার হয় না; তাক্ওয়া ও পরহেজগারী বেশী দরকার"—এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময় জনাব আব্দুর রহমান খাঁ সাহেব এল. এল. বি. পরীক্ষায় ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হইয়াছিলেন এবং সমস্ত বঙ্গদেশে মুসলমানদের মধ্যে তখন উক্ত পরীক্ষায় ফার্ষ্টক্লাশের সংখ্যা অতি বিরল ছিল। তিনি যদি মুন্সেফি চাকরি নিতেন, তবে অন্ততঃ অচিরেই হাইকোর্টের জজ হইয়া যাইতেন। ভূতপূর্ব্ব ল মিনিষ্টার জাষ্টিস ইব্রাহিম সাহেব তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। আজ তিনি বাংলাদেশের মুখ উজ্জল করিয়া বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রধান প্রচারক হিসাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার বড় ছেলে জনাব সালাহউদ্দিন সাহেব বি. এ. মৌলবী ফাজেল পাশ ও বর্ত্তমানে ফরেন মিশনারী।

আবদুল লতিফ সাহেব যে একজন জিন্দা ওলী ছিলেন, তাহা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোক (যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল) তাহা উপলব্ধি করিত। একটা ঘটনা বলিতেছি। জগবন্ধু বলিয়া একজন গরীব হিন্দু প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে কাজ করিত। সে গরীব ছিল বিধায় হযরত প্রফেসার সাহেব (রহঃ) দয়া পরবশ হইয়া তাঁহাকে দরকার না হইলেও একটা না একটা কাজে লাগাইয়া দৈনিক মজুরী দিতেন। উদ্দেশ্য যেন সে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে; কিন্তু জগবন্ধু মাঝে মাঝে কাজে ফাঁকি দিত। তিনি ইহা বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাকে কিছু বলিতেন না।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, সে সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, যাহা সাধারণতঃ অন্যান্য মজুরেরা করে না। তখন জনাব মীর হাবিব আলী সাহেব একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জগবন্ধু তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ কর কি জন্য? তোমার ইচ্ছামত চলিয়া গেলেওত তিনি তোমাকে কিছু বলেন না।" তখন সে বলিল,

"হুজুর, আমি তাঁহাকে কাজে অনেক ফাঁকি দিয়াছি কিন্তু যখনই আমি এরূপ করিয়াছি, তখনই আমার উপরে একটা না একটা বিপদ পড়িয়াছে।" তাহার বাম হাতে বড় দাগ দেখাইয়া সে বলিল, "দেখুন, একবার তাহার কাজে ফাঁকি দেওয়ায় আমার হাত ভীষণ ভাবে কাটিয়া যায়, এখনও যাহার দাগ আছে। তাঁহার কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া মাফ চাওয়ায় আমি আরোগ্য লাভ করি। তিনি সাক্ষাৎ ঋষি। এইসব ঋষি লোককে ফাঁকি দিলে ভগবান বিপদে ফেলেন। এইজন্যই তিনি কিছু না বলিলেও আমি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাই।"

কাতালগঞ্জ রোডের পার্শ্বে তিনি একটা খুব সুন্দর টিনের ঘর তৈয়ার করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা খুব চরম সীমায় উঠে। শত্রুরা তাঁহার ঐ সুন্দর ঘরটি পুড়াইয়া ফেলে। কয়েকজন গায়ের আহ্‌মদী প্রতিবেশী তাঁহাকে বলিলেন যে, "হুজুর যাহারা আগুন লাগাইয়াছে তাহাদিগকে আমরা চিনি, তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন আমরা সাক্ষ্য দিব। কিন্তু তিনি ইহাতে রাজী হইলেন না। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি এই পোড়া ঘরের উপরে একটি অর্ধপোড়া খামে একটি মাটীর সরার মধ্যে একটী প্রার্থনা লিখিয়া লটকাইয়া দিলেন। এই প্রার্থনার মর্ম্ম ছিল, ঘর আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "হে আল্লাহ্ আমার চেহারা অতি সুন্দর ছিল, আমার মধ্যে বহু লোক আশ্রয় নিত, আমার চেহারা আবার সুন্দর করিয়া দাও।" শত্রুরা মনে করিল, ইহা বুঝি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন দোয়া। ইহাও তাহারা চুরি করিয়া নিয়া গেল। ইহার পরে এই জায়গায় একটি সুন্দর দালান হইল। প্রফেসার সাহেব নিজেই মীর সাহেবের নিকট কয়েকবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "আমার হাতে ত কোন টাকা পয়সা ছিল না এবং এখানে দালান করারও আমার কোনদিন ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শুধু আল্লার খাস রহমত ও মহিমায় এখানে দালান হইয়াছে।" দুশমনদের মধ্যে পরে একজন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই লোকটি রোগের অবস্থায় পোলাও খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হযরত প্রফেসার সাহেব তাহার ইচ্ছার কথা শুনিয়া নিজের বাসাতে পোলাও কোর্ম্মা পাকাইয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপ ব্যবহার শুধু অলিআল্লাদের পক্ষে সম্ভব।

তাঁহার পিছনে যাঁহারা নামাজ পড়িয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন নামাজ পড়াইতেন তখন তাঁহার কেরাতে এরূপ এক স্বর্গীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হইত যে, মনে হইত যেন তাঁহারা এক অতীন্দ্রিয় জগতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার কোরআন শরীফের কেরাতের প্রতিধ্বনি মোক্তাদির মনে এরূপ এক গভীর আবেগের সৃষ্টি করিত যে, মোক্তাদিগণ তন্ময় হইয়া যাইতেন, যাহার সুখ-স্মৃতি তাঁহাদের মনোজগতে এখনও বিরাজমান।

হযরত প্রফেসার সাহেব স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী ও মাঝারি হইতে একটু লম্বা আকৃতির ছিলেন। তাঁহার চেহারা হইতে যেন স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত; বিশেষতঃ নামাজের সময় যেন এই জ্যোতির খেলা চলিত। এর আগে হযরত প্রফেসার সাহেবের দান খয়রাতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে আর একটী ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না যাহাতে বুঝা যাইবে যে, তিনি কত বড় দয়ার ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহার ঘরে নিজের গাছের অনেকগুলি কাঁটাল পাড়া ছিল। এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট কাঁঠাল চাহিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাকে একটী কাঁঠাল দিয়া দিলেন। কিন্তু এই কাঁঠাল ভিক্ষুকের হাতে পৌঁছিল না। কে যেন ঐটী নিজের বাড়ীর ভিতরে পাঠাইয়া দিল। ভিক্ষুক আসিয়া ইহা

জানাইলে, তিনি তাহাকে আবার দুইটী কাঁঠাল দিলেন। উহারও পূর্ব্বরূপ অবস্থা হইল। ভিক্ষুক আসিয়া উহা জানাইলে তিনি তাহাকে কয়েকটী কাঁঠাল দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাঁহার এক ভক্ত আহ্‌মদীকে ঐগুলি ভিক্ষুকের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই ভক্ত রগড় করিয়া সেই ভিক্ষুককে বলিল, "কাঁঠাল খাবে তুমি, আর বোঝা বয়ে মরি আমি।"

বঙ্গদেশের প্রথম আমির হযরত মৌলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ) ওয়াসিয়ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জানাজা যেন হযরত প্রফেসার সাহেব পড়ান। সেই অনুযায়ী হযরত প্রফেসার সাহেব চট্টগ্রাম হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে যাইয়া তাঁহার জানাজার নামাজ পড়ান। ইহাতে এই ইশারাও বোঝা যায় যে, তাঁহার পরে হযরত প্রফেসার সাহেব (রহঃ) বঙ্গদেশের আমির হইবার উপযুক্ত এবং তাঁহার এন্তেকালের পর হযরত আমিরুল মোমেনিন তাঁহাকেই বঙ্গদেশের আমির নিযুক্ত করেন। উপরোক্ত দুই মহাত্মাকেই হযরত আকদাস তাঁহার পক্ষ হইতে বয়াত নিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে এই অধিকার অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।

বর্ত্তমান "আহ্‌মদী" পত্রিকা সেই যুগে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। হযরত প্রফেসার সাহেব ইহাতে বহু তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ দান করেন। চট্টগ্রামের আনজুমানে আহ্‌মদীয়ার অফিস তাঁর বাড়ীর এক অংশে অবস্থিত। এই অংশের পরিমাণ ১২ কাঠা। তাঁহার সুযোগ্য বংশধরেরা এই জমি সদর আনজোমানে আহ্‌মদীয়াকে রেজিষ্টারী করিয়া দান করিয়া দিয়াছেন, যাহার বর্ত্তমান মূল্য প্রায় ৬০,০০০ টাকা। এই অংশে মস্‌জিদ ও হযরত প্রফেসার সাহেবের পবিত্র মাজার অবস্থিত। তাঁহার একমাত্র সাহেবজাদা জনাব গোলাম আহ্‌মদ সাহেব তাঁহার মতই আহ্‌মদীয়াতের প্রতি উদগত প্রাণ এবং বর্ত্তমানে আহ্‌মদীয়ার নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তাঁহার দুই সাহেবজাদীও আহ্‌মদীয়াতের প্রতি বিশেষ ভালবাসা ও দরদ রাখেন। তাঁহার বড় সাহেবজাদী মাহ্‌মুদা বেগমের বিবাহ জনাব মীর হাবিব আলী সাহেবের সাথে হইয়াছে। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই মুসি। তাঁহার বড় ছেলে মীর মোবাশ্‌শের আলী একজন মুখলেস আহ্‌মদী যুবক। বর্ত্তমানে তিনি ইনজিনিয়ারিং পরীক্ষায় ফার্ষ্টক্লাশ পাইয়া আর্কিটেক্‌চার পড়িবার জন্য ফরেন স্কলারসিপ নিয়া আমেরিকাস্থ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। সেখানে তিনি সুযোগ পাইলেই ইসলাম সম্বন্ধে চার্চ্চে গিয়া বক্তৃতা দান করেন ও প্রধান প্রচারক জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাঙ্গালীর নিকট হইতে আহ্‌মদী সাহিত্য নিয়া আমেরিকান ছাত্র ও প্রফেসারদের মধ্যে বিতরণ করেন। হযরত প্রফেসার সাহেবের দ্বিতীয় সাহেবজাদী মোহসেনা বেগমের বিবাহ ডক্টর শফিউল আলম সাহেবের সহিত হইয়াছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার। আল্লাহ তাঁহার বংশধরকে আহ্‌মদীয়াতের সেবা করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন।

এখনে হযরত প্রফেসার সাহেবের শ্রদ্ধেয় বিবির বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করিলে তাহার জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল মুন্সি নইমদ্দিন আহ্‌মদ সাহেবের ছোট মেয়ে সামসুন্নেসা বেগমকে বিবাহ করেন। উক্ত মহিলার বড় ভাই কাউন্সিলের ভূতপূর্ব মেম্বার ও পটুয়াখালি মিউনিসিপেলেটি ও লোকেল বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। শ্রদ্ধেয় জনাব ফজলুল করিম সাহেবকে সাধারণতঃ সেখানকার লোকেরা বড় উকিল সাহেব বলিয়া ডাকে। তিনি বর্ত্তমানে পটুয়াখালী

আন্‌জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি রাসভারি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুশ্রী পুরুষ। তাঁহার দুই ছেলে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও এক ছেলে সাবজজ। জনাব ডিপুটী খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে একবার সার্কেল অফিসার হিসাবে পটুয়াখালিতে বদলি হইয়া যান। সেখানে এক পীর সাহেব তার মৃত্যুর সময় মুরিদদেরকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, পরের বৎসর ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমন বার্ত্তা লইয়া লোক আসিবে। সেই ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক পরের বৎসর জনাব খলিলুর রহমান খাদেম সাহেব সার্কেল অফিসার হিসাবে সেখানে আগমন করেন এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ লোকদিগকে দেন। তখন ঐ পীর সাহেবের কিছু মুরিদ, জনাব উকিল সাহেব, ডাক্তার তোফায়েল আহ্‌মদ সাহেব (হোমিওপ্যাথ) এবং জনাব উকিল সাহেবের মামাতো ভাই জনাব সফিউদ্দিন আহ্‌মদ চৌধুরী বয়াত গ্রহণ করিয়া পটুয়াখালীতে জমাত গঠন করেন।

প্রফেসার সাহেবের উক্ত বিবিও তাঁহার সাথে সাথেই পবিত্র আহ্‌মদীয়া সেলসেলায় দাখিল হন। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে তিনি এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৭২ বৎসর। তিনি সেলসেলার জন্য বহু কোরবাণী করিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির দশভাগের একভাগ, ধর্মের সেবার জন্য ওয়াসিয়াত করিয়া দিয়াছেন। তিনি দানশীলা ও ধার্মিকা মহিলা। তিনি এই বয়সেও রীতিমত তাহাজ্জুতের নামাজ আদায় করেন।

জনাব মীর সাহেব হইতে শুনিয়াছি যে, একবার তিনি তাঁহার শ্বশুরকে তার শ্বাশুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনে তাহাজ্জুতের নামাজ কাজা হয়নি। সুবহানআল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তায়ালা এই মোমেনাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিন জীবিত রাখিয়া মহিলাজাতিকে তাঁহার আদর্শ ও সহবতে অনুপ্রাণিত হইবার তৌফিক দান করুন। আমিন। (ক্রমশঃ)

ঃ নিজে নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

●	The Holy Quran.		Rs. 10·00
●	Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
●	The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
●	Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
●	What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
●	Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
●	The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
●	The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
●	Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
●	The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
●	The truth about the split	,,	Rs. 3·00
●	The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
●	Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
●	Islam and communism	,,	Rs. 0·62
●	Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
●	The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
●	ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
●	Where did Iesus die.	J. D. Shams	Rs. 2·00
●	ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
●	ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
●	খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
●	মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী,

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রা:)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar